

# কিশোর বাংলা

অমর একুশে গ্রন্থমেলায়

বঙ্গ ইতিহাস মঞ্চী

বিশেষ বুলেটিন-২ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ • ১৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ



## আবার দেখা হবে আগামী বছর

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০। মুজিব বর্ষের গ্রন্থমেলা শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায়। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এই বই মেলা এক কথায় সফলভাবে শেষ হতে চললো। এই মেলায় আমাদের পরিবারের প্রাণ্তি অনেকে। পরিবার বলতে বোঝাচ্ছি কিশোর বাংলা পরিবারকে।

এই প্রথমবারের মতো মেলায় আসা কিশোর বাংলা'র অংশগ্রহণের বিষয়টি যখন পেন্ডুলামের মতো ঘূরছিল, তখনই ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হলেন, গ্রন্থমেলার সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ। তিনি নিশ্চয়তা দিলেন কিশোর বাংলার স্টল বরাদ্দ পাবার বিষয়ে। তাঁর ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি কিশোর বাংলা পরিবারের পক্ষ থেকে। স্মরণ করছি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী, পরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতান, উপ-পরিচালক ইমরল ইউসুফ, সানাউল্লাহ জিসানসহ আরও অনেককে, যাঁদের আন্তরিকতায় মুজিব বর্ষের এই স্মৃতিময় বই মেলায় কিশোর বাংলা পেয়েছে একটি অতিকাঞ্জিত স্টল।

বাংলা একাডেমির বর্ধমান ভবনের পেছনে পুকুর পাড়ে অবস্থিত ৩৮ নম্বর স্টলটি কিশোর বাংলা'র। দু'পাশে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সংগঠন রাওয়া ও খাইজ শিল্পী গোষ্ঠীর স্টল। প্রায় একমাসের এই সহাবস্থান। দীর্ঘ একমাসের এই মেলা আমাদের ভালোবাসার শিকলে বেঁধেছে। বিশেষ করে ফকির আলমগীর ভাই। তিনি তো ভালোবাসার মতো মানুষ। ভালোবাসার মতো মানুষ। যাঁর মধ্যে ন্যূনতম অহংকার নেই। বড় ছোট সবার সাথে মেশার এক বিশেষ গুণ আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি।

স্টল প্রাপ্তির পর স্টল সাজসজ্জা ও অলংকরণের বিষয়ে কিশোর বাংলা সম্পাদকের সাথে শিল্প সম্পাদক মামুন হোসাইনের পরিকল্পনা ছিল মনে রাখার মতো। এ দুজনের পরিকল্পনায় এবং কিশোর বাংলার যুগ্ম সম্পাদক মিয়া মনসফ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. নূরনবী সরকার তুষার ও সহযোগী সম্পাদক কৌশিক আহমেদের প্রায় ৫ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ৬৪ বর্গফুটের কিশোর বাংলা রূপ পায় দৃষ্টি নন্দন দর্শক প্রিয় স্টলে।

২২ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় একমাসের মিলনমেলা বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভীড় কিশোর বাংলা স্টলে। দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জা এবং তার উপরে কিশোর বাংলার স্টলের সামনে রাখা দুই কাটআউট কাটুন 'রূপ' ও 'কথা' শিশু কিশোরদের কাছে সহসাই প্রিয় হয়ে উঠে। অনেকটা 'সেলিব্রেটি' বলা যায়। কিশোর বাংলা স্টলে যারাই এসেছেন তারাসহ এই স্টলের সামনে দিয়েও যারা চলাচল

করেছেন তাদের কেউবা একাকি, আবার কেউবা গ্রন্থ বেধে ছবি তুলেছেন, সেলফি তুলেছেন। বাদ পড়েনি ছোট-বড় কেউই। কিশোর বাংলার স্টলের সম্মুখে প্ল্যাকার্ড ব্যানারে শিল্পী মামুন হোসাইনের আঁকা বঙ্গবন্ধুর বিশাল পোর্টেট হয়ে উঠে মেলায় আগতদের তৰ্তু স্থান। যারাই কিশোর বাংলার

বাহাদুর বেপারী, কবি মুহম্মদ নূরল হুদা, শিল্পী ফকির আলমগীর, শিশু সাহিত্যিক লুৎফুর রহমান রিটন, মনির হোসেন, জসিম মল্লিক, মাহমুদউল্লাহ, আখতার হ্সেন, খালেক বিন জয়েন উদ্দিন, আসলাম সানি, সৈয়দ আল ফারাক, সুজন বড়ুয়া, ফারহক নওয়াজ, শিশু সাহিত্যিক আনজির লিটন, মোস্তফা মামুন, রাশেদ রাউফ, অরুণ শীল,



এরকম হাসিমুখে আবার দেখা হবে আগামী বছর

স্টলের সামনে এসেছেন তাদের কারোরই এই ছবিটি দৃষ্টি এড়ায়নি। সবাই প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কিশোর বাংলা কর্তৃপক্ষকে। দীর্ঘ এই একমাসের মিলন মেলায় কিশোর বাংলা স্টলে বিভিন্ন পেশার মানুষ এসেছেন, যাঁদের প্রেরণা আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

এক মাসে যাঁরা কিশোর বাংলা'র স্টলে এসেছেন তাঁরা হলেন- নির্বাচন কমিশনার ও শিশু সাহিত্যিক মাহবুব তালুকদার, সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচু, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মহাপরিচালক কবি মিনার মনসুর, পিআইডির প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি

আবুল কালাম বেগ ও আজিজুর রহমান, আনন্দ আলো'র সম্পাদক রেজানুর রহমান, কার্টুনিষ্ট মেহেদী হক ও নাসীরীন সুলতানা মিত্র, আবৃত্তি শিল্পী ড. শাহাদত হোসেন নিপু, রিটায়ার্ড আমেড ফোর্সেস ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) এর নেতৃবৃন্দরা এসেছেন রাওয়া'র চেয়ারম্যান মেজর (অব) খন্দকার নূরল আফসার ও প্রফেসর ড. (কর্ণেল) খালেদা খানমের নেতৃত্বে।

গ্রন্থমেলায় কিশোর বাংলা অংশগ্রহণ না করলে, কিশোর বাংলার প্রতি এত মানুষের ভালোবাসা বোঝা কঠিন ছিল। গ্রন্থমেলা ২০২০ থেকে কিশোর বাংলার প্রাণ্তি অগণিত পাঠক-শুভন্যায়ীদের ভালোবাসা। যা আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবে।



### কিশোর বাংলা স্টলে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

হঠাৎ করেই গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধিয়া রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কিশোর বাংলার স্টলে আসেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি এ সময় বলেন, ‘স্তানদের হাতে স্মার্টফোন নয়, বই তুলে দিন। জীবন গড়তে ও জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে বই হচ্ছে সৃষ্টি বাহন’ তাঁর এই উপরিত্বি কিশোর বাংলা পরিবারের সদস্য এবং উপস্থিতি শিশু-কিশোর-দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করে।

তথ্যমন্ত্রীর হাতে এই সময় কিশোর বাংলা'র পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহার তুলে দেন যুগ্ম সম্পাদক মিয়া মনসুর। উপস্থিতি শিশু-কিশোরদের সাথে কিছুটা সময় কাটান ও তাদের বেশি বেশি বই গড়তে উৎসাহিত করেন তিনি।

## কিশোর বাংলা'য় খ্যাতিমানরা



'কিশোর বাংলা' স্টলে রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) এর চেয়ারম্যান মেজর (অব) খন্দকার নূরুল আফসার ও প্রফেসর ড. (কর্ণেল) খালেদা খানমের নেতৃত্বে 'রাওয়া'র নেতৃত্বন্ধ।



পশ্চিমবঙ্গের লেখক মিলন পদ্ধতি তাঁর লেখা একটি বই 'কিশোর বাংলা'র সম্পাদক মীর মোশাররেফ হোসেনের হাতে তুলে দিচ্ছেন।



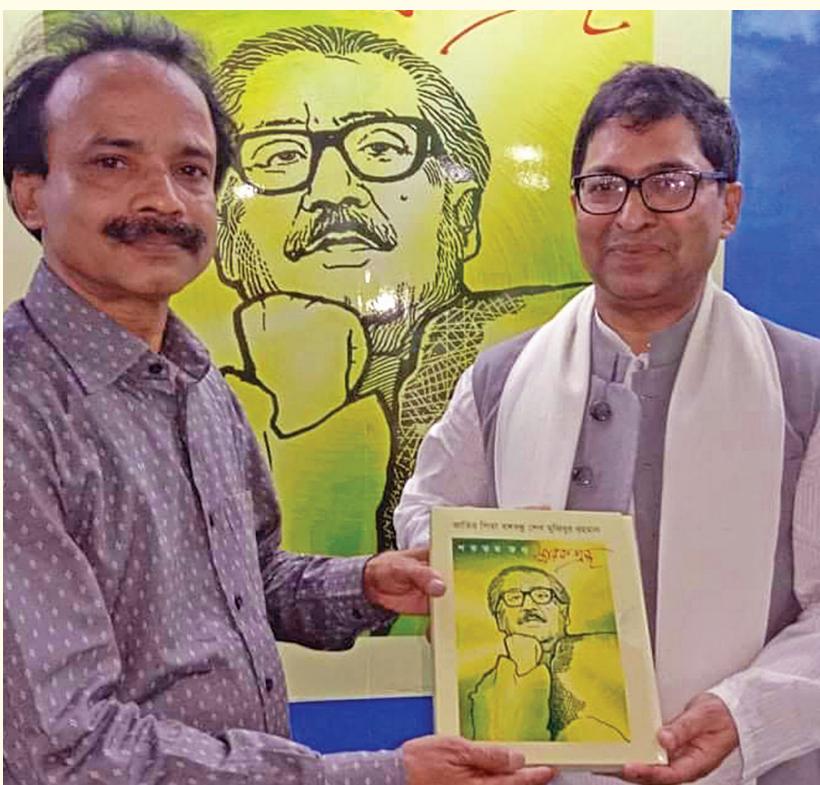
কিশোর বাংলা স্টলে এসেছিলেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও কিশোর বাংলার নিয়মিত লেখক লিজি রহমান।



কিশোর বাংলা স্টলে স্বপরিবারে এসেছিলেন আনন্দ আলো সম্পাদক, প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব রেজানুর রহমান।



কিশোর বাংলা'র সম্পাদক মীর মোশাররেফ হোসেন-এর সাথে শিশু সাহিত্যিক ফারাঙ্ক হোসেন, সৈয়দ আল ফারাঙ্ক, বিশিষ্ট শিশু সংগঠক ও কিশোর বাংলা'র যুগ্ম সম্পাদক মিয়া মনসফ।



ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বাহাদুর বেপারীর হাতে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শততম স্মারকগ্রন্থ তুলে দিচ্ছেন কিশোর বাংলার যুগ্ম সম্পাদক মিয়া মনসফ।



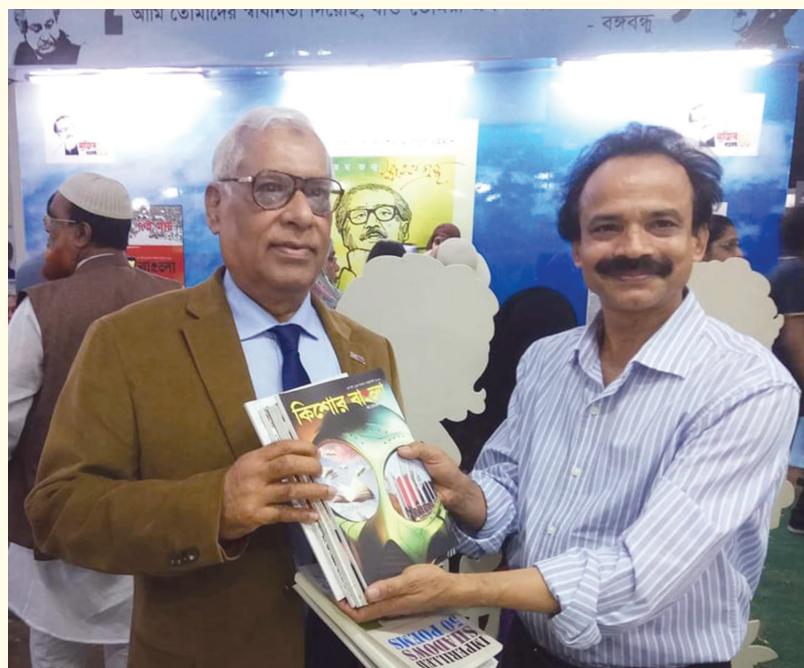
'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শততম জনশ্মারকগ্রন্থ হাতে কিশোর বাংলা স্টলে বিএসএস-এর সাবেক মহাপরিচালক, কলামিস্ট ও বিশিষ্ট সাংবাদিক হারুণ হাবীব।



বই মেলায় কিশোর বাংলা স্টলে কবি মুহম্মদ নূরুল হৃদা।



অমর একুশে বইমেলায় কিশোর বাংলা স্টলে আবৃত্তি শিল্পী রূপশ্রী চক্রবর্তী, লেখক সিরাজুল ইসলাম ঘুনির ও সোলিম সুলায়মান।



কিশোর বাংলা স্টলে গ্লোবাল টিভি'র নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের টেলিভিশনের সাবেক মহাব্যবস্থাপক নওয়াজেশ আলী খান।



প্রথ্যাত লেখক শিবু কাস্তি দাস, রমজান মাহমুদ, মোস্তাক আহমেদ, খন্দকার মাহমুদুল হাসান এসেছিলেন কিশোর বাংলা স্টলে।



কিশোর বাংলা স্টলে কবি আসলাম সানি ও প্রকাশক হামিদুল হক।



কিশোর বাংলা স্টলে কবি আবিদ আনোয়ার, লেখিকা লিজি রহমান ও সাংবাদিক ফিউরি খন্দকার।



## নান্দনিক কিশোর বাংলা

স্টল সাজানোর ব্যাপারে কিশোর বাংলা'র সম্পাদক ও প্রকাশক মীর মোশাররেফ হোসেন সবার কাছ থেকে মতামত নেন। সবাই যার যার মতো করে মতামত দিলেন। তিনি সবার মতামত আন্তরিকতার সাথে শুনলেন। তারপর তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। সবাইকে বললেন, স্টলটি হবে প্রকৃতিময়। স্টলের পেছনে স্বচ্ছ কাঁচের জানলা হবে। পেছনে স্টল ঘেঁষে একটি মিনি বাগান হবে। আর সেই খোলা জানলা দিয়ে পুরুর বাংলা একাডেমির মূল ভবন, পুরুরের ভাসমান রাজ ইঁস উপভোগ করবেন স্টলে আগত দর্শনার্থীরা। দিনের আলোতে প্রকৃতিকে স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে সবাই। কিশোর বাংলার শিল্প সম্পাদক মামুন হোসাইন স্টলের ডিজাইন তৈরি করে দেখালেন। পাঁচদিনের নির্মাণ কাজের মধ্য দিয়ে শেষ হলো বাংলা একাডেমি আয়োজিত মুজিব বর্ষের একুশের গাঞ্জিমেলা ২০২০ এ 'কিশোর বাংলা'র দৃষ্টিনন্দন স্টল। যা ইতিমধ্যে গাঞ্জিমেলায় আগত লাখে দর্শনার্থীর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

## কিশোর বাংলা অ্যালবাম







# মুখোমুখি শিশুসাহিত্যিক আহমেদ রিয়াজ

আহমেদ রিয়াজ। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখছেন তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। দেশে যুক্তবর্ণবিহীন গল্লের শুরুটা নতুন করে তাঁর হাত দিয়েই শুরু হয়। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেড়শতও বেশি। এ বছর তাঁর সতেরটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন কিশোর বাংলার সঙ্গে। শিশুসাহিত্যিক আহমেদ রিয়াজের মুখোমুখি—

অন্যবছরের চেয়ে এবারের একুশে গ্রন্থমেলায় বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে?

অন্যবছরের চেয়ে এবারের একুশে গ্রন্থমেলায় চোখে পড়ার মতো অনেক বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। প্রথমেই বলতে হয় মেলার আকার। এ বছর মেলার আকার অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে বেশি। আট লাখ বর্গফুট। ভাবা যায়! তার ওপর এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের বছর। মেলা উৎসর্গ করা হয়েছে জাতির জনককে। আর জাতির জনককে নিয়ে এবার হাজার হাজার বই প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাঝেও যদি মানসম্মত একশটা বইও আমরা পাই, সেটাও অনেক বড় অর্জন।

শিশুদের জন্য এবারের বইমেলায় যেসকল আয়োজন রয়েছে তা কী যথার্থতা পেয়েছে?

শিশু-কিশোরদের জন্য একুশে গ্রন্থমেলায় যে আয়োজন করা হয়েছে, তা অন্য বছরের তুলনায় ভালো। তবে পর্যাপ্ত নয়। কারণ দেশের সিংহভাগ পাঠকই শিশু-কিশোর। তুলনামূলক বিচার করলে মেলার সিংহভাগ জায়গাই শিশু-কিশোরদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া দরকার। তবে সে তর্কে না গিয়ে বরং ভালো দিকগুলোর কথাই বলা যাক। শিশু-কিশোরদের জন্য শিশু কর্নার করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে শিশু-কর্নারকে শিশুদের উপযোগী করে গড়ে তোলার। তবে সত্যি কথা হলো, শিশু কর্নার কিন্তু শিশু বাস্তব হয়নি। ওখানে শিশুরা কতখানি নিশ্চিতে হাঁটাচলা করতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর স্টলও কিন্তু শিশু কর্নারে না রেখে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছে। ফলে যারা শিশু কর্নারে যাবে, তারা শিশু একাডেমীর প্রকাশিত বইগুলোর হাদিস পাবে না। কারণ অনেকেই শিশু কর্নারকেই শিশু কিশোরদের বইয়ের স্থান বলে মনে করে। সামগ্রিকভাবে এবারের বইমেলা কেমন লাগছে?

এক কথায় এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু বিষয় ভালো লেগেছে। যেমন মেলার পরিসর বেড়েছে। মেলায় ঘুরে বেড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা আছে। খারাপ লাগার কিছু বিষয়ও আছে। যেমন একদিন কিশোর বাংলার সম্পাদক মীর মোশাররেফ হোসেনের সঙ্গে মেলায় ঢুকছিলাম দোয়েল চতুর দিয়ে। মেলায় ঢুকতে গিয়ে সম্পাদক আশপাশে তাকালেন। কিছু বিষয় নিয়ে আপন্তি জানালেন। যেমন বামপাশের এক জায়গায় স্তুপ করা ময়লা। সেখান থেকে ময়লা নোংরা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সঙ্গে বাজে গন্ধ তো আছেই। আর রয়েছে মেটোরেলের কাজ। মূল সড়কের অনেকখানি দখল করে কাজ চলছে। সেটাও বিষয় নয়। হাঁচাঁ হাঁচাঁ বিকট শব্দ আসে ওখানে থেকে। ওই শব্দে যে কারো পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা। ওই শব্দে শিশুরা ভয় পাবে। শব্দ দূর্ঘণ মেলার পরিবেশকে অনেকখানি নষ্ট করছে। এর সমাধানও দিলেন



সম্পাদক। বললেন, মেলা চলাকালীন সময় কাজ বন্ধ রাখলেই তো হয়। মেলার সময়টুকু বাদ দিয়ে দিনের আর রাতের অনেক সময়ই তো কাজ করার জন্য পাওয়া যায়। তখন করলেই হয়।

লেখক হিসেবে এবারের বইমেলায় আপনার অংশগ্রহণ সম্পর্কে যদি জানাতেন।

কিশোর বাংলার একজন কর্মী হিসেবে আমি গর্বিত। কিশোর বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে আমাদের জাতির জনককে নিয়ে লেখা বাংলা ভাষার প্রথম অ্যাডোপ্টেশন উপন্যাস-লাহোর টু গোপালগঞ্জ। এই উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অন্য রকমভাবে দেখাতে চেয়েছি, উপস্থাপন করতে চেয়েছি আমাদের কিশোরদের মাঝে। উপন্যাসটি বই আকারে মেলায় এসেছে। প্রকাশ করেছে ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জিনানার অংশগ্রহণ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একান্তের তোতাকাহিনি। বইটি প্রকাশ করেছে উন্নরণ। সবমিলিয়ে এবার আমার ১৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাকি বইগুলো হচ্ছে— যত্ন মন্ত্র থেকে সত্যবীজ, সিসিমপুর থেকে হালুম ও একটি ধাঁধা, চিরস্তন থেকে সহ লো সহ, পার্ল থেকে বন্মুরগির ছানাটি, ইত্যাদি থেকে খারাপ স্পর্শ না-আ-আ-আ, গোয়েন্দা টিকটিকি ও হারানো ডিম, ছেট বিড়ল বড় বিড়ল, পাঞ্জৰী থেকে আশাটে ভূতের খপ্পরে।

আমি মনে করি শিশু-কিশোরদের জন্য বই কেবা খুব স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশের উপর ভিত্তি করেই তাদের জন্য বই কিনতে হয়। কিন্তু আমরা সে বিষয়টা সম্পর্কে অবগত নই। চারবছর বয়সের শিশুকে দিছি বারো বছর বয়সের উপযোগী বই। শিশুদের বইবিমুখতার এটাও একটা কারণ। মানুন এবং বাজে বই তো আছেই। কাজেই বই কেনার ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরি।

কিশোর বাংলার পাঠকদের জন্য কিছু বলুন।

দেশের অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা কিশোর বাংলা এখন আরও নতুন আঙিকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই কিশোর বাংলার উদ্যোগ্তা ও সম্পাদক মীর মোশাররেফ হোসেন। দেশের শিশু-কিশোরদের বইয়ুগী করার স্পন্দনেই তিনি কিশোর বাংলার হাল ধরেছেন। কিশোর বাংলার সঙ্গে রয়েছেন দেশের অন্যতম খ্যাতিমান সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। আছেন দেশসেরা আঁকিয়ে মাঝুন হোসাইন। সব মিলিয়ে কিশোর বাংলা তার নির্দিষ্ট পাঠকদের চাহিদা অনেকখানিই মেটাতে পারছে। আমি চাই কিশোর বাংলার পাঠকরা নিয়মিত কিশোর বাংলা পড়বে, কিশোর বাংলার ভুল-ক্রস্টি ধরিয়ে দেবে। কিশোর বাংলার মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। জয় হোক কিশোর বাংলার।



কিশোর বাংলা'য় পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদী গ্রন্থ অব কোম্পানীজ-এর পরিচালক মো. মোজাম্মেল হোসেন ও এজিএম, ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস মো. মোশারেফ হোসেন পলাশ।



একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় শুরু হলো মেলার কার্যক্রম। আগের দিন সবার সাথে পরিকল্পনা মতো সবাই স্টলে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে প্রচল ভিড় বই মেলায়। স্টলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন- শিখা আজগার, একারামুল হক, শরীফুল ইসলাম ও মাসুদ রানা এলেন একুশের বেশে। তাদের পোষাকেই ভাষা সৈনিকদের প্রতি শুদ্ধার প্রমাণ মেলে। একুশের সকাল থেকে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কিশোর বাংলার স্টলে আগত দর্শনার্থীদের সেবা দিতে চেষ্টা করছিলেন। কিশোর বাংলা স্টলে দর্শনার্থীদের ভিড়ের পাশাপাশি উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল শহীদ দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সাথে শিশু কিশোর ও অভিভাবকদের ছবি তোলার জন্য।